সংবাদ

তারিখ 24 JUL 2012
পৃষ্ঠা 6 কলাম

উপবৃত্তির টাকা লুটপাট!

আমাদের উলিপুর সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার ২৭টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে উপবৃত্তির প্রায় ১১ লাখ টাকা লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটপাটের সঙ্গে জড়িত রয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মনিটরিং অফিসার। এসব এবতেদায়ি মাদ্রাসার কোন চালচুলা নেই। দীর্ঘদিন ধরেই নাকি কাজটি করা হচ্ছে। এর সঙ্গে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অনিয়মের কথাও বলা হচ্ছে। বরাদ্দকৃত উপবৃত্তির টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভেন্যুতে উপস্থিত হয়ে অভিভাবকদের মধ্যে বিতরণের নিয়ম থাকলেও ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের হাতে এ টাকা বিতরণের জন্য দিয়ে দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে মনিটরিং অফিসার জানান, সম্প্রতি তদন্ত করে ৯টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার উপবৃত্তি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষাখাতে এ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি শুধু এবতেদায়ি মাদ্রাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বলে অনুমান করা কঠিন নয়। সরকারের তরফ থেকে শিক্ষা প্রসারের জন্য সর্বস্তরেই উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা আছে। যারা বিভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে বৃত্তি পেতে ব্যর্থ হন, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে উপবৃত্তি বা স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যে সর্বস্তরে অনিয়ম হচ্ছে, তার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল উলিপুর থেকে। দুঃখের বিষয় 'মনিটরিং অফিসার' নিয়োগ করেও অনিয়ম বন্ধ করা যায়নি। অর্থাৎ যিনি 'মনিটরিং' করবেন তার ক্রিয়াকর্মও মনিটর করতে হবে।

শিক্ষাখাতে দুর্নীতি কমেছে বলে যারা দাবি করছেন, তাদের জন্য উপবৃত্তির টাকা লুটপাটের ঘটনা একটা সাবধান বাণী। সব ধরনের উপবৃত্তির টাকা লুটপাট হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা দরকার। সমস্যা হবে যারা তদন্ত করবেন, তাদের ওপর নজর রাখবেন কে।